জীবননগরে বনবিড়াল ধরার ফাঁদে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে গৃহকর্তার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার শিয়ালমারী গ্রামে পোষা কবুতর বাঁচাতে গিয়ে নিজের তৈরী বনবিড়াল ধরার ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বকুল হোসেন হোসেন (৩০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

নিহত বকুল হোসেন শিয়ালমারী গ্রামের মো. তুরাপ আলীর ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানায়, বকুল হোসেন দীর্ঘদিন ধরে নিজ বাড়িতে কুবতর পালতো। প্রায়ই রাতে বনবিড়াল তার কবুতরের ঘরে হানা দিয়ে কবুতর খেয়ে ফেলতো। বন বিড়ালের অত্যাচারের হাত থেকে কবুতরগুলো রক্ষার জন্য বনবিড়াল মারতে গতকাল রবিবার রাতে কবুতর ঘরের চারপাশে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে রাখে বকুল হোসেন।

আজ সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৩ টার দিকে কবুতর ঘরে বনবিড়াল প্রবেশের শব্দ পেয়ে তড়িঘড়ি করে বন বিড়াল মারতে যায় বকুল হোসেন। এসময় নিজের তৈরি বনবিড়াল ধরার বৈদ্যুতিক ফাঁদে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় বকুল হোসেন।

উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ বলেন, বনবিড়ালের কবল থেকে কবুতর বাঁচানোর জন্য শিয়ালমারী গ্রামে নিজের তৈরি বনবিড়াল ধরার ফাঁদে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে বকুল হোসেনের মৃত্যু হয়েছে।

জীবননগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম জানান, বিষয়টি তিনি লোকমুখে শুনেছেন।

দামুড়হুদায় মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে পৃথক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক অ্যাড. আবু তালেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের বাসস্ট্যান্ডে ও ব্রাকমোড়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত বক্তারা বলেন, একটি ষড়যন্ত্রকারী মহল যুবলীগ নেতা অ্যাড. আবু তালেবকে জড়িয়ে মিথ্যা হত্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। বক্তারা দাবি করেন অ্যাড. আবু তালেব থানাতে ঘটনার সময় অফিসার ইনচার্জ (ওসি’র) অফিস রুমে অবস্থান করছিলেন।

এসময় থানার গেটে ভাইস চেয়ারম্যানের সাথে নিহত ইস্রাফিল মোল্লাদের সাথে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ সহ অ্যাড. আবু তালেব থানার বাহিরে আসেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন যা ভিডিও ফুটেছে স্পষ্ট।

কিন্তুু এরপরও দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে শহিদুল ইসলাম ও আবু তালেবকে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে যায়। এবং ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম কে দোষি সাবস্ত করে থানাতে আটক রাখেন।

এসময় অ্যাড. আবু তালেবের কোন দোষ না থাকায় থানার অফিসার ইনচার্জ তাকে ছেড়ে দেন। কিন্তুু এরই কিছুক্ষন পরে একটি রাজনৈতিক কুচক্রী মহল সম্পুর্ণ ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে অ্যাড. আবু তালেবের নাম মামলার অন্তর্ভুক্ত করে ২ নং আসামি করেন, যা সম্পুর্ণ মিথ্যা ও সাজানো। এই মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানান বক্তারা।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, অ্যাড আবু তালেবের ছোট ভাই সাবেক মেম্বার জাহিদুল ইসলাম, আব্দুল মালেক ভূইয়া, জহুরুল ইসলাম ফকির,

শাহিন, অ্যাড.আবু তালেবের বড় ছেলে ছাত্রলীগ নেতা বাঁধন। এছাড়াও প্রায় তিন শতাধিক মানুষ মানববন্ধনে অংশ নেন।

চুয়াডাঙ্গায় ভালাইপুর মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে ৬ জনকে ৪ হাজার চারশত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন লকডাউন অমান্য করে দোকান খুলে রাখা, মাস্ক পরিধান না করা এবং স্বাস্থ্য বিধি না মানার অপরাধে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিমূল) আইন, ২০১৮ এর ২৪ (১)ধারায় ৪টি মামলায় ৬জন কে ৪৪০০/-(চার হাজার চারশত টাকা মাত্র)অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লকডাউন পরিস্থিতির সকল নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করার কারণে তাদের এ জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন সোবহান আলী, পেশকার, আনসার ও ভিডিপি সদস্যাবৃন্দ। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

দামুড়হুদায় মানবতার দৃষ্টান্ত

স্থাপন করলেন ইউএনও দিলারা রহমান

একের পর এক মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।
গতকাল শনিবার সরকার ঘোষিত লকডাউনের ৪র্থ দিনে দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের সংগ্রামী নারী গৃহবধূ পারভীনাকে ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে সহযোগিতা করলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।
এসময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, গতকাল ছিলো লকডাউনের চতুর্থ দিন। আর এদিন গৃহবন্দী কর্মহীন মানুষের জন্য অনন্ত মহাকালস্বরূপ। জয়রামপুর গ্রামের গৃহিনী পারভীনার বাস্তবতা যেন তারই প্রতিফলন। প্রতিবন্ধী স্বামীর সংসার, বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ছেলে এতগুলো মানুষের অন্নের সংস্থান করতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে।
তার করুণ মিনতি যদি তার প্রায় বন্ধ মুদি দোকানের খাদ্য দ্রব্য কেউ কিনে দিত তবে সে আবার তার ভাগ্যের চাকা সচল করার চেষ্টা করতে পারতো।
তার মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে তার দোকান সাজিয়ে দেওয়া হলো। হয়তো এটা খুব ক্ষুদ্র প্রয়াস।
তবুও আমরা আশাবাদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের মধ্য দিয়েই সমাজের বৃহৎ পরিবর্তন হবে একদিন।
ইউএনও দিলারা রহমানের এমন মহতি উদ্যোগে তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপজেলার সর্ব স্থলের জনগণ।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে শিশুর

মৃত্যু

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে আলভীন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে ওই শিশু পানিতে নামলে সবার অজান্তে সে ডুবে যায়।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের শামীম উদ্দিনের শিশুপুত্র আলভীন বাড়ির সামনে খেলছিল। দুপুরের দিকে গোসল করতে বাড়ির পাশের পুকুরে নামে।
সবার অলক্ষে সে পানিতে ডুবে যায়। স্বজনরা তাকে খুঁজে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।
পরে পুকুরে নেমে ওই শিশুর লাশ উদ্ধার করে তার স্বজনরা। এ সময় তাদের আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

বিকাশে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রকির বিরুদ্ধে

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাজারে সুমাইয়া স্টোরে রকেটের মাধ্যমে ১৯হাজার ৩৮০ টাকা প্রতারণা করে হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে রকির বিরুদ্ধে।
সে হাসাদাহ মাঝপাড়ার মুসা আলীর ছেলে। প্রতারণা করে নেয়া টাকা ফেরত না দেয়ায় জীবননগর থানায় একটি প্রতারণা অভিযোগ করা হয়েছে। ভুক্তভুগী বদরুজ্জামান শ্যামল বলেন, গত শুক্রবার বিকালে রকি (২০) বলেন আপনার একটি রকেট পারসোনাল নাম্বার দেন। আমি তখন আমার ব্যবহারিত ০১৭১৩৯০৩৬৩৭ নাম্বার দিলে একটি ১৯ হাজার ৩৮০ টাকার ম্যাসেজ পায়। প্রতারক তখন নগত টাকা না নিয়ে তার ব্যবহারিত নাম্বার বিকাশ ০১৪০৬-০০৫৭৬ এই নাম্বারে ১৮ হাজার টাকা প্রদান করি।
কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, আমার ব্যালেন্সের সহিত উক্ত

ম্যাসেজের টাকার কোন মিল নেই এবং কোন টাকা নেই। পরবর্তীতে বুঝিতে পারি যে, রকি আমার মোবাইল ফোনের নাম্বার হ্যাক করিয়া প্রতারণা পুর্বক উক্ত টাকা আত্মসাত করে নিয়েছে। এই ঘটনার পর আমি রকিকে আটক করি।
পরে তার ভাই রাব্বী (২৫) এসে টাকার ব্যবস্থা করিবে এই মর্মে তাহাকে ছাড়াইয়া নিয়ে গেলেও বর্তমানে অভিযুক্তরা আমার নিকট প্রতারণা করে নেয়া টাকা ফেরত না দিয়ে উল্টো আমাকে নানা ভাবে হুমকি ধামকী দিচ্ছে।
এ বিষয়ে হাসাদাহ ক্যাম্পের এসআই কামাল হোসেন বলেন রকেটের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয়ার একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে, উভায়ের কাছে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় সরকারি জমি দখলে মরিয়া জালিয়াত চক্র

তানভির সোহেল,আলমডাঙ্গা
আলমডাঙ্গার ব্যায়ামাগারসহ বেশ কয়েকটি জায়গা আত্মসাত করতে মাঠে নেমেছে জালিয়াত চক্র। ইতিপূর্বে আলমডাঙ্গা শহরের কয়েক হাজার কোটি টাকার অর্পিত সম্পত্তি আত্মসাত করতে মাঠে নামে জালিয়াত চক্র।
এখন তা নিজেদের আয়ত্বে নিতে জালিয়াত চক্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, আলমডাঙ্গা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ৮০ দশকে। ওই সময় জমির মালিকের নিকট থেকে জমি কিনে ব্যায়ামাগারের প্রয়াত পরিচালক ইসলাম খানের উদ্যোগে আলমডাঙ্গা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি অর্থেই ব্যায়ামাগারের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মিত হয়।
এই ব্যায়ামাগারের শিক্ষার্থিরা জাতীয় প্রতিযোগিতা ছাড়াও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফাল্য লাভ করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে বিভিন্ন সময়। ব্যায়ামাগারটি রেজিস্ট্রেশন না থাকলেও এটাকে আলমডাঙ্গাবাসি তাদের জাতীয় সম্পদ হিসেবেই মানেন। আজ এত বছর পর এই ব্যায়ামাগারের জমিও আত্মসাত করতে জালিয়াত চক্র তৎপরতা শুরু করেছে।

একই চক্র মাঠে নেমেছে অবৈধভাবে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাত করতে। ইতোমধ্যেই এ চক্রের কয়েকজন প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছে। গিরিধারী লাল মোদীর কর্মচারি সুশীল কুমার শহরের এক অসৎ দলিল লেখক কাম ভুমি পরিমাপকারি সুধাংশু কুমারের নেতৃত্বে এ চক্রটি তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। শহরে জমিজমা সংক্রান্ত যত দুর্নীতি ও অশান্তি বিরাজ করছে, তার অধিকাংশের পেছনে রয়েছে ধুরন্ধর এই দলিল লেখকের হাত রয়েছে বলে সচেতন মহল মন্তব্য করেছেন।
স্খানীয় সুত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা হাইরোডে রাম প্রসাদ আগরওয়ালা নামের এক ব্যক্তির একটি দুইতলা বাড়ি রয়েছে। এ বাড়ির সাথে রয়েছে বেশ প্রশস্ত এক খন্ড জমি। জমিসহ বাড়িটি প্রাচীরঘেরা। রাম বাবু প্রয়াত হয়েছেন অনেক আগে। তার ছেলে কানাডা প্রবাসী। দেশে আসেন না বললেই চলে। তাদের বাড়ির পেছনে গোবিন্দপুর গ্রামের মকবুল হোসেন বিশ্বাস ও রহমতুল্লাহ বিশ্বাসের ৩০ শতক জমি রয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা যখন লাল্টুর প্রতাবে প্রকম্পিত সে সময় লাল্টু বাহিনির কয়েকজন সন্ত্রাসীকে ভাড়া করে গোবিন্দপুর গ্রামের দুই ভাইয়ের কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি জোর করে দখল করে নেওয়া হয়। রামবাবুর চৌহদ্দীর প্রাচীর ভেঙ্গে দুই ভাইয়ের জমিসহ নতুন করে প্রাচীর দিয়ে আটকে রাখা হয়। অনেক দেন দরবার করেও লাভ হয়নি। জমির মালিকদের পক্ষে একাধিকবার রাম প্রসাদ আগরওয়ালার ছেলের সাথে ভিডিও কলে কথা বলেছেন।
তিনি জানিয়েছেন যে, “ওই জমি দখলের ঘটনা আমি জানতাম না। আমাদের যতেষ্ঠ জমি আছে। নতুন করে জমির প্রয়োজন নাই। সুশীলরা আমাদেরকে না জানিয়েই দখল করেছে। প্রয়োজনে আমি আপনাদের জমি ক্রয় করে নিতে চাচ্ছি। “বেশ কয়েক বছর ধরে জমি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে শেষে এক তার অংশের মালিক মকবুল বিশ্বাস ১৫ শতক জমি ২০১৬ সালে কম দামে বিক্রি করে দিয়েছেন। বাকী ১৫ শতক জমি রহমতুল্লাহ বিশ্বাস বিক্রি করেন নি। তিনি মারা যাওয়ার পূর্বে তার দুই মেয়ে রাহিমা খাতুন ও নাজমা খাতুনকে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে গেছেন। দুই মেয়েকেও এই চক্রটি জমির দখল দিচ্ছে না। কয়েক বছর ধরে নানাভাবে হয়রানি করছেন। মাত্র ২৭ লাখ টাকা নিয়ে বিক্রি করে দিতে প্রস্তাব দিচ্ছেন। নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন।
নাজমা খাতুনের স্বামী রেজাউল হক জানান, “আমাদের পরিচিত বা পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে, এমন ব্যক্তিকে ধরে বিক্রির প্রস্তাব দিচ্ছেন। নানা হুমকি দিচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে সম্প্রতি জমির দখল নিতে রেজাউল হক পক্ষ জমির উপর একটি স্থাপনা নির্মাণের চেষ্টা করেন।
এ সময় সুশীল চক্র আলমডাঙ্গা থানায় ছুটে গেলে থানা পুলিশ

উভয়পক্ষকে ডেকে মীমাংসার জন্য বলেছেন। গত ১০/১২ দিন পূর্বে থানায় উভয়পক্ষ হাজির হন। কিন্তু সুশীল চক্র জমি নিজেদের দখলে রাখার যুক্তির সপক্ষে কোন দালিলিক ভিত্তি দেখাতে পারেন নি। উপস্থিত অনেকে প্রশ্ন তোলেন- জমি যদি রাম প্রসাদ আগরওয়ালার হবে তাহলে এক ভাইয়ের অর্ধেক অংশ নতুন করে আবার কিনতে গেলেন কেন?
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, একটি শক্তিশালী জালিয়াতচক্রের হয়ে কাজ করছেন সুশীলচক্র। টাকার বিনিময়ে তারা নতুন করে মাঠে নেমেছেন। এ চক্রটিকে প্রায়ই আলমডাঙ্গা ভূমি অফিসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আড্ডা দিতে দেখা যায় বলেও অনেকে দাবি করেছেন।
এদিকে ২০১১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাসের গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর আলমডাঙ্গা শহরের ৪ হাজার কোটি টাকার ৯ বিঘা ১০ শতক জমি আত্মসাত করতে পুরো প্রশাসন কিনে নেওয়ারও পরিকল্পনা করেন। শুধু তাই নয় মিথ্যা তথ্য দিয়ে কৌশল নাগরিকত্বের সনদও নিয়েছেন তারা। চুয়াডাঙ্গা অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি ট্রাইবুন্যাল বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে জমি পেতে আর্জিও করেন।
১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় আলমডাঙ্গা শহরের বহু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ি তাদের বাড়ি ঘর, জমি জমা, ব্যবসা বাণিজ্য ফেলে রাতারাতি দেশ ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমান। এরাই ছিলেন আলমডাঙ্গা শহরের সবচে’ ধনাঢ্য। তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি ও পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে। ওই সম্পত্তি কেউ কেউ বিনিময় করতে পারেন। অনেক সম্পত্তি অনেকেই জাল করে ভোগ দখল করছে। সরকারীভাবে অনেক সম্পত্তি (ক তফসিলভুক্ত) লিজ প্রদান করেছেন। এখনও অনেক সম্পত্তি পতিত পড়ে রয়েছে।
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ করা হলে ওই অর্পিত সম্পত্তির পূর্ব মালিকের বংশধরদের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলমডাঙ্গার কিছু প্রভাবশালী চক্র উৎসাহিত হয়ে উঠে। তারা অর্পিত সম্পত্তির পূর্ব মালিকের বংশধরদের সাথে যোগাযোগ করে। অল্প টাকায় তারা কৌশলে ওই কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি হস্তগত করে লাভবান হতে চায়। ভারতীয় রাগরিক পুরুষোত্তম পাডিয়া ও রাজারাম পাডিয়াকে আলমডাঙ্গা পৌরসভায় অবৈধভাবে নাগরিক বানায়।
অথচ, দিল্লির জিবি রোডের সুরেখা বিল্ডিংয়ে অনুপ সেলস এন্টারপ্রাইজের মালিক পুরুষোত্তম পাডিয়া ও তার অপর ভাই কলকাতার ২৫/১ সেন্ট্রাল রোডের অনুপ সেল্স এন্টারপ্রাইজের কর্নধার রাজারাম পাডিয়া। সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য দিয়ে তারা ভোটার হয়েছেন। ভারতের বিখ্যাত দুই ব্যবসায়ী হওয়া সত্বেও তারা ভোটার আবেদনপত্রে নিজেদেরকে আলমডাঙ্গার বেসরকারী চাকুরিজীবী হিসেবে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আবারো পানের বোরজে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৪ বিঘা পানের বোরজ পুড়ে ভস্কিভূত হয়েছে। শনিবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলার এনায়েতপুর উত্তরপাড়া মাঠে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় ৪ বিঘা পানের বোরজে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতির আশংকা করছে পান চাষিরা।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের মৃত মুনছুর আলির ছেলে হাফিজুল, হামিদুল ও ফিরোজ আলির ছেলে রবিউল ইসলাম।

গত কয়েক বছর যাবৎ পান চাষ করে আসছে। গতকাল শনিবার দুপুর ১ টার দিকে এনায়েতপুর উত্তরপাড়ার মাঠে ভুট্টা গাছ পোড়াচ্ছিলো।

ভুট্টার আগুনের শিখা পান বরজে পড়লে তাতে আগুন লেগে যায়। চোখের পলকেই প্রায় ৪ বিঘা পানের বোরজ পুড়ে ভস্কিভূত হয়ে যায়। এ সময় আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হলে তারা দ্রুত এসে জলন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানাযায়।

দামুড়হুদায় বাজার মনিটরিং

মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান উপজেলার ডুগডুগি তহ হাট মনিটরিং করেছেন। জানাযায়, গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি তহ হাট মনিটরিং করেন।
এসময় তিনি বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের কে সরকারি নির্দেশনা

মেনে চলার আহ্বান জানান। এছাড়াও বাজারে মাস্ক বিতরণ করেন। মাস্ক বিতরণ কালে ইউএনও দিলারা রহমান বলেন, আপনারা সরকারি নির্দেশনা মেনে চলবেন এবং সকলে সরকারিভাবে ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন। যথাসাধ্য ঘরে থাকুন। লকডাউন অমান্যকারী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। এবং কোন অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে দ্রব্যমূলের দাম বৃদ্ধি করে বাজার অস্থিতিশীল করতে চাইলেও তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ সদস্যবৃন্দ।

দর্শনায় গাঁজা সহ ১জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা সহ ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার দুপুর ১ টা ৩০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্ব এস আই সাইফুল ইসলাম, এস আই শিহাব উদ্দিন এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়ীয়া মাঝপাড়া গ্রামের মোঃ শরিফ উদ্দীনের আম বাগান থেকে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা সহ ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত আসামী হলেন মোঃ ইসরাফিল হোসেন (৪৫) পিতা মৃত মোঃ দুখু মন্ডল এর ছেলে।
পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আকন্দবাড়ী গ্রামের মাঝপাড়ার বাসিন্দা। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।